রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মার্চ ২১, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৭ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২১ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: **০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৮.১০৬**—স্বনামধন্য ভাস্কর ও মুক্তিযোদ্ধা ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী গত ০৬ মার্চ ২০১৮ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

২। ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ ও তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০৫ চৈত্র ১৪২৪/১৯ মার্চ ২০১৮ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

০৫ চৈত্র ১৪২৪
ঢাকা: ----------
১৯ মার্চ ২০১৮

স্বনামধন্য ভাস্কর ও মুক্তিযোদ্ধা ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী গত ০৬ মার্চ ২০১৮ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী ১৯৪৭ সালে ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুলনা থেকে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দী ও নির্যাতিত হন। স্বাধীনতা-উত্তরকালে সমাজের চোখ-রাঙানি উপেক্ষা করে জনসমক্ষে যুদ্ধকালীন নির্যাতনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় অসীম ত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ২০১৬ সালে মুক্তিযোদ্ধা খেতাব প্রদান করে।

ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী কর্মজীবনে দেশি-বিদেশি ও বহুজাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। এছাড়া নারী ও মানবাধিকার ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। উপরন্তু, তিনি ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির সহ-সভানেত্রী হিসাবেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে নিরলস কাজ করে গেছেন।

ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী ছিলেন একজন প্রথিতযশা ভাস্কর। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় তিনি সৃজনশীল শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। বৃক্ষের শাখা, শিকড় এবং পরিত্যক্ত বস্তু ছিল তাঁর শিল্পের উপাদান। নিবিড় প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের ভেতর দিয়ে বৃক্ষের নানা উপাদানে অবয়ব রচনা এই ভাস্করের প্রধান সৃষ্টিক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ভাস্কর্য হচ্ছে: কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প, শরণার্থী, অস্তগামী জীবন, পোর্ট্রেট অব আব্রাহাম লিংকন, পোর্ট্রেট অব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পোর্ট্রেট অব রাজা হর্ষবর্ধন, মিছিল, ভালবাসা দিন, নারী নির্যাতন, মুক্তিযুদ্ধের নানা ইতিহাস – ইত্যাদি। প্রায় চার দশক ধরে ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী এই শিল্পমাধ্যমে কাজ করে গেছেন।

কর্মক্ষেত্রে নানাবিধ সৃষ্টিশীল অবদানের জন্য ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী দেশি-বিদেশি বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। ২০০৪ সালে রিডার্স ডাইজেস্ট পত্রিকায় তিনি 'হিরো অব দি মান্থ' মনোনীত হন। এছাড়া সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার — 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১০'-এ ভূষিত হন ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী।

২০১৪ সালে ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'নিন্দিত নন্দন' প্রকাশিত হয়।

ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর মৃত্যুতে দেশ একজন বরেণ্য ভাস্কর ও মুক্তিযোদ্ধাকে হারাল। তাঁর মৃত্যুতে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করে তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd